ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৪৩৯
আগরতলা,২০ আগস্ট,২০২৫

গত ৬ মাসে ইসিআই-এর ২৮টি নতুন উদ্যোগ

সংস্কারমূলক ভিত্তি : সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে সম্পৃক্ততা; নির্বাচনী ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ ও পরিশুদ্ধকরণ; প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি; ভোটার তালিকার বিশুদ্ধতা; ভোটদান সহজীকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।

গত ছয় মাসে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও সহজ, স্বচ্ছ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

A. সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে সম্পৃক্ততা

1. **ইআরও, ডিইও ও সিইওদের সর্বদলীয় বৈঠক** – সারা দেশে মোট ৪,৭১৯টি সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে; এর মধ্যে সিইওরা ৪০টি, ডিইওরা ৮০০টি এবং ইআরওরা ৩,৮৭৯টি বৈঠক করেন, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২৮,০০০-এরও বেশি প্রতিনিধি অংশ নেন।
2. **রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের সাথে ইসিআই বৈঠক** – কমিশন নিয়মিত জাতীয় ও আঞ্চলিক দলের সভাপতি ও জ্যেষ্ঠ নেতাদের সাথে মতবিনিময় করছে। এতদূর পর্যন্ত ২০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

B. নির্বাচনী ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ ও পরিশুদ্ধকরণ

3. **নিষ্ক্রিয় নিবন্ধিত অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল (RUPPs) তালিকা থেকে অপসারণ** – আরও ৪৭৬টি আরইউপিপি চিহ্নিত; এর মধ্যে প্রথম ধাপে ৩৩৪টি ইতিমধ্যেই বাতিল হয়েছে।
4. **২৮ জন স্টেকহোল্ডারের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্রায়ণ** – সংবিধান, ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৬০ সালের ভোটার নিবন্ধন বিধি, ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধি এবং কমিশনের সময়ে সময়ে জারি করা বিভিন্ন নির্দেশনার ভিত্তিতে।
5. **বিএলও-দের জন্য ফটো পরিচয়পত্র** – মাঠপর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জনআস্থা বৃদ্ধির জন্য মানসম্মত পরিচয়পত্র সরবরাহ।
6. **ইভিএম মাইক্রোকন্ট্রোলার যাচাই** – ফল ঘোষণার পর ৫% ইভিএমের মেমরি/মাইক্রোকন্ট্রোলার পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্য প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক এসওপি জারি।
7. **আইনজীবী ও সিইওদের জাতীয় সম্মেলন** – আইনগত কাঠামোকে শক্তিশালী ও পুনর্গঠনের জন্য এবং বিভিন্ন বিচারিক ফোরামে কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে।
8. **দ্বিপাক্ষিক বৈঠক** – প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ২০২৫ সালের জুন মাসে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত আইডিইএ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের নির্বাচন পরিচালনা সংস্থার প্রধানদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

C. প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি

9. **একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম – ECINET** – ভোটার, নির্বাচন কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক দলসহ স্টেকহোল্ডারদের জন্য ৪০টিরও বেশি অ্যাপ/ওয়েবসাইট একত্রিত করে একটি পোর্টাল।
10. **ভোটকেন্দ্রে ১০০% ওয়েবকাস্টিং** – গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করতে।

11. **রিয়েল-টাইম ভোটার উপস্থিতির হালনাগাদ তথ্য** – ভোটের দিনে প্রতি ২ ঘণ্টায় প্রিসাইডিং অফিসাররা ECINET অ্যাপে উপস্থিতির তথ্য আপলোড করবেন।

12. **ডিজিটাল সূচক কার্ড ও রিপোর্ট** – নির্বাচনী তথ্যকে নির্বাচনী এলাকার স্তরে সহজলভ্য করার জন্য প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা।

13. **অবশ্যক VVPAT গণনা** – ফর্ম 17C এবং ইভিএম ডেটার মধ্যে অমিল দেখা দিলে বা মক পোল ডেটা ভুলক্রমে মুছে না গেলে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিভিপ্যাট স্লিপ গণনা।

D. ভোটার তালিকার বিশুদ্ধতা

14. **বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধন** – যাতে কোনও যোগ্য ভোটার বাদ না পড়ে এবং অযোগ্য নাম তালিকায় না থাকে।

15. **উপনির্বাচনের আগে বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন** – প্রায় দুই দশক পর প্রথমবার উপনির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন।

16. **মৃত্যু নিবন্ধন ডেটা সংযোগ** – ইআরও-রা নিবন্ধিত মৃত্যুর তথ্য সময়মতো পান তা নিশ্চিত করা।

17. **একক ইপিক নম্বর** – ভিন্ন ব্যক্তির জন্য একই ইপিক নম্বর দেশব্যাপী বাতিল।

18. **দ্রুত ইপিক সরবরাহ** – নতুন এসওপি অনুযায়ী ভোটার তালিকায় আপডেটের ১৫ দিনের মধ্যে ইপিক সরবরাহ। প্রতিটি ধাপে ভোটাররা এসএমএস নোটিফিকেশনও পাবেন।

E. ভোটদান সহজীকরণ

19. **ভোটকেন্দ্রে মোবাইল জমা দেওয়ার সুবিধা** – ভোটকেন্দ্রের বাইরে মোবাইল ফোন রাখার কাউন্টার।

20. **প্রতি ভোটকেন্দ্রে ভোটার সীমা ১,২০০** – ভিড় কমানো, ছোট কিউ এবং উচ্চ-আবাসিক ভবনগুলোতে অতিরিক্ত বুথ।

21. **পরিষ্কার ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ (VIS)** – সহজ যাচাইয়ের জন্য ধারাবাহিক ও পার্ট নম্বর স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত।

22. **প্রার্থীদের বুথ ভোটকেন্দ্র থেকে ১০০ মিটারের বাইরে অনুমোদিত** – ভোটাররা কমিশনের ভিসি বহন না করলে প্রার্থীদের বুথ থেকে পরিচয় স্লিপ নিতে পারবেন।

F. সক্ষমতা বৃদ্ধি

23. **আইআইআইডিইএম-এ প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ** – ৭,০০০-এরও বেশি ব্লো ও সুপারভাইজারকে প্রশিক্ষণ।

24. **কর্মকর্তাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি** – ব্লোদের জন্য দ্বিগুণ, সুপারভাইজার, ভোটগ্রহণ/গণনা কর্মী, সিএপিএফ, মনিটরিং টিম ও মাইক্রো-অবজারভারদের জন্যও বৃদ্ধি। প্রথমবার ইআরও ও এইআরওদের জন্য সম্মানী প্রদান।

25. **রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের প্রশিক্ষণ** – বিহার, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির ব্লএদের প্রশিক্ষণ।

26. **মিডিয়া ও যোগাযোগ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ** – জনসচেতনতা ও তথ্য প্রচার উন্নত করার লক্ষ্যে।

27. **পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ** – বিহার পুলিশের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, আইন-শৃঙ্খলা জোরদার করতে।

28. **অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ** – বায়োমেট্রিক উপস্থিতি, ই-অফিসে স্থানান্তর এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইআইআইডিইএম-এ স্থানান্তর।

ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****